প্রথম আলো

তারিখ ... 04 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ...

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

দুর্নীতির মামলায় সেই চার কর্মকর্তা অবশেষে বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ●

দুর্নীতির মামলায় আদালতে অভিযোগপত্রভুক্ত চার কর্মকর্তাকে অবশেষে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। বরখাস্তের পাশাপাশি তাঁদের পদোন্নতি স্থগিত ও বিভাগীয় মামলার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল মঙ্গলবার সিন্ডিকেটের ৫৪তম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

এই চার কর্মকর্তা হলেন উপরেজিস্ট্রার শাহজাহান আলী মণ্ডল, উপপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এ টি জি এম গোলাম ফিরোজ, সহকারী রেজিস্ট্রার মোর্শেদ উল আলম রনি এবং সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) খন্দকার আশরাফুল আলম। এর আগে গত ১৬ জুলাই সিন্ডিকেটের ৫৩তম সভায় এই চার কর্মকর্তার পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিন্ডিকেট সদস্য ও অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মোরশেদ হোসেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়েছে, গতকাল বেলা ১১টায় সিন্ডিকেটের ৫৪তম সভা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সিন্ডিকেট সভাপতি নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহর সভাপতিত্বে অন্য সিন্ডিকেট সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রংপুর বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার কাজী হাসান আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন ও শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রহমত উল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ (সৌরভ সিকদার), বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন তাজুল ইসলাম, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নাজমুল হক, অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মোরশেদ হোসেন, সিন্ডিকেটের সদস্যসচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মুহাম্মদ ইব্রাহীম কবীর।

দুদক রংপুর কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ১৯ মার্চ দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত রংপুর জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আকবর আলী মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালতে এই চার কর্মকর্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আবদুল জলিল মিয়ার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেন।

২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত রংপুর জেলা কার্যালয়ের তৎকালীন উপপরিচালক আবদুল করিম দুর্নীতি দমন আইনে রংপুরের মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালতে মামলাটি করেন।